ঝিনাইদহে বিএনপি নেতার পক্ষ থেকে নারীদের সেলাই মেশিন বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঝিনাইদহে ১৪৪ জন নারীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ শহরের ফজর আলী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে এই উপহার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনÑসাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ-সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, সিনিয়র সহ-সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সহ-সভাপতি এনামুল কবির মুকুল, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মহিলা দলের সভাপতি কামরুন্নাহার লিজি, যুগ্ম সম্পাদক এম শাহজাহান, যুবদলের সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু এবং সহ-দপ্তর সম্পাদক সাকিব আহমেদ বাপ্পি প্রমুখ।

বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সদর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও সদর পৌরসভার ১৪৪ জন নারীর মাঝে এই সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। পুরো কার্যক্রমটি জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদের ব্যক্তিগত অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ বলেন, “নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলাই আমাদের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। একটি সেলাই মেশিন একটি পরিবারের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, এই উপহারের মাধ্যমে ১৪৪টি পরিবারে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং পরিবারগুলোর স্বচ্ছলতা আসবে।”

তিনি আরও বলেন, “সমাজের প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ জায়গা থেকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসা। এই উদ্যোগ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের পথে একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।”

মেহেরপুরে যুবদল নেতার উদ্যোগে পথচারীদের ইফতার বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে মেহেরপুরে পথচারীদের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে শহরের কলেজ মোড়ে প্রায় ২০০ পথচারীর মাঝে এই ইফতার বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের নেতা মাহাফুজুর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় এই ইফতার বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুবদল নেতা মোঃ ফাহিম, মোঃ নাজমুল হোসেনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। রমজানের এই পবিত্র মাসে যুবদলের এই মানবিক উদ্যোগ স্থানীয়দের মধ্যে প্রশংসিত হয়েছে।

বিএনপি নেতার আষ্ফালন, মানেননি আদালতের আদেশ

মেহেরপুরের নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে জনসাধারণের চলাচলের জন্য বিক্রি করা জমি ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন স্থানীয় গ্রাম বিএনপির নেতা আতিকুর রহমান পিন্টু।

এই ঘটনায় আদালতের নির্দেশনা থাকলেও এখনো প্রতিবন্ধকতা সরানো হয়নি। পুলিশ প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করতে গেলে উল্টো দম্ভোক্তি দেখিয়েছেন অভিযুক্ত পিন্টু।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য এবং জনসাধারণের সুবিধার্থে ৬ লাখ টাকায় প্রায় সাড়ে তিন শতক জমি ক্রয়

করেন। জমির দলিলেও উল্লেখ রয়েছে যে এটি মানুষের চলাচলের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তবে ক্ষমতার পালাবদলের পরদিনই পিন্টু ওই জমি ঘিরে দখলে নিয়ে নেন এবং ইমতিয়াজ বিন হারুনকে হুমকি দেন সেখানে না যাওয়ার জন্য।

মেহেরপুরের নতুন মনাডাঙ্গা গ্রামের আতিকুর রহমান পিন্টু ৬ লাখ টাকায় বিক্রি করা প্রায় সাড়ে তিন শতক জমি তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। বাগানের কোন পাশ দিয়ে যাতে বাগান মালিক জুয়েল প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বাগানের অন্যপাশের জমির মালিকদেরও ঘিরে নিয়ে যাতায়াতে প্রতিবন্ধক তৈরীর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

পিন্টু অকপটে স্বীকারও করছেন মানুষের চলাচলের জন্য বিক্রি করা জমি দখলের বিষয়টি। মানুষের চলাচলের জন্য জমি ক্রেতা আইনজীবী খ. ম. ইমতিয়াজ বিন হারুনসহ (জুয়েল) মানুষ ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেনা।

পৈত্রিক সুত্রে বাগানের মালিক মেহেরপুর জেলা শহরের ইমতিয়াজ বিন হারুন। নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য কোন রাস্তা ছিলো না। মাঠে যাতায়াতের এবং নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আতিকুর রহমান পিন্টু‘র কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর (প্রায় সাড়ে তিন শতক) জমি ৬লাখ টাকায় কিনে নেন ইমতিয়াজ।

জমির দলিলও হয়েছে সাধারণের যাতায়াতের জন্য। ফলে ওই জায়গা দিয়ে এতদিন এলাকার মানুষ মাঠে চাষাবাদের জন্য যাতায়াত করতেন। বিক্রি করা জমি ঘিরে নেয়ার ফলে সাধারণ মানুষ মাঠে যাতায়াত করতে পারছেনা।

গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন, সুমন হোসেন, সাইফুল ইসলামও স্বীকার করেন জমির মালিক ইমতিয়াজের। তিনিই পিন্টুর সাথে জমি কিনে তাদের যাতায়াতের রাস্তা করে দিয়েছেন। চলাচলের রাস্তা ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে গ্রামের লোকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ইমতিয়াজ বিন হারুন জানান, মাঠে চাষাবাদের কৃষক ও নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য পিন্টুর কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর জমি কিনে জনসাধারণের জন্য পথ করে দিয়েছি। হঠাৎ করে ওই রাস্তা ঘিরে নিয়ে মাঠ ও বাগানে যাতায়াত করা যাচ্ছেনা। এমনকি তার একটি টিনের ছাউনি ছিলো। সে ভাংচুর করে প্রায় ৩৭ হাজার টিনও লুট করা হয়েছে।

গ্রামের বাজারে নিজের হার্ডওয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পিন্টুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্বীকার করে বলেন, ইমতিয়াজ তার কাছ থেকে জমি কিনে রাস্তা তৈরী করেছেন। এই জমি কেনার আগে একদিন জেলা শহরে

ইমতিয়াজ আমাকে অপমান করেন। তার প্রতিশোধ নিতে জমি ঘিরে নিয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে পিন্টু গ্রাম বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

বিষয়টি আদালতে গড়ালে মেহেরপুরের বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ৬৯/২১ নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় একটি আদেশ দেন। আদালত তার রায়ে উল্লেখ করেন, আপিলকারী বাদী ইমতিয়াজ বিন হারুনের ক্রয়কৃত ৬১২ নং দাগের জমি রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের জন্য বৈধ।
চলাচলের রাস্তার সঙ্গে যুক্ত ৬১৩ নং দাগের জমি সরকারী খাস খতিয়ানভুক্ত, যা আগেও পতিত ছিল। প্রতিপক্ষ পিন্টু এই সরকারি জমিতে কাটাতারের বেড়া দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যা আদালতের নির্দেশনা অনুসারে অবৈধ।

আদালত প্রতিপক্ষকে ১৫ দিনের মধ্যে এই বেড়া অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশনার পরও এখনো জমির দখল নিয়ে অচলাবস্থা চলছে।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই সুজয় মল্লিক বলেন, বিজ্ঞ আদালতের আদেশে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে আসামিকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে নিতে বলা হলে আসামি বলেন, আদালত থেকে এর ফয়সালা হবে। সেভাবেই প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে আ. লীগ নেতার অবৈধ গ্যাস ব্যবসায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহাঙ্গীর আলমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ

অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুসারে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার দায়ে মো. জাহাঙ্গীর আলমের প্রতিষ্ঠান মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।
পাশাপাশি, দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন এলাকায় মুজিবনগর থানার এসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন মোল্লার ছেলে মোঃ খায়রুজ্জামান লাভলুকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আত্মগোপনে থাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথাকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ‘লীগ নেতাকে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি। গতকাল রবিবার রাতে জেলা বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক সাকিব আহমেদ বাপ্পী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দৈনিক কালেরকণ্ঠসহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথাকে ভারতে পালানোর সহযোগিতার অভিযোগে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. দবির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজাহান আলী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনকে দিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। এছাড়াও আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয় ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এই খবর পেয়ে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে স্থানীয় জনতা। পরে বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

В самом начале работы над книгой я решил, что буду писать только о том, что знаю сам. Это решение оказалось очень важным, потому что позволило мне избежать многих ошибок, которые совершают авторы, пытающиеся писать о том, в чем они не разбираются.

Как найти свою нишу и начать зарабатывать на ней

Многие люди хотят начать зарабатывать на своих увлечениях, но не знают, с чего начать. Они боятся, что их хобби слишком специфично, или что на нем невозможно заработать. На самом деле, почти любое увлечение может стать основой для бизнеса, если правильно подойти к делу.

В этой главе мы разберем несколько практических шагов, которые помогут вам найти свою нишу и начать зарабатывать на ней. Мы не будем говорить о волшебных кнопках и быстрых деньгах — только о реальных действиях, которые требуют времени и усилий.

Итак, вы в одном шаге от того, чтобы начать свой путь. Вы уже знаете, что хотите делать, и у вас есть план. Осталось только начать. Помните, что первый шаг всегда самый трудный, но именно он открывает дверь к новым возможностям.

Не торопитесь бросать свою основную работу, пока ваш проект не начнет приносить стабильный доход. Лучше развивать его постепенно, параллельно с основной деятельностью, чем рисковать всем сразу. Терпение и настойчивость — ваши главные союзники на этом пути.

Для начала вам нужно составить список своих увлечений и интересов. Запишите все, что приходит в голову, даже если кажется, что это не имеет отношения к заработку. Например, вы любите готовить, путешествовать, играть в настольные игры, разбираться в технике, помогать людям решать их проблемы.

পরে মহেশপুর উপজেলা পরিষদের সামনে কয়েকদিন মিঠু মালিথাকে দেখেছেন। বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার সঙ্গে বেশ সখ্যতা আছে মিঠু মালিথার। ৪ দিন আগেও বিএনপি নেতা জিয়ার সঙ্গে তাকে মহেশপুরে দেখা গেছে।

জেলা কৃষকদলের সদস্য মোহাম্মদ উল্লাহ শাওকী তার ফেসবুক আইডিতে লেখেন, ‘৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর মহেশপুর বর্ডার দিয়ে একাধিক ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীরা ভারতে পালিয়ে গেছে বলে গেছে বলে জানা গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ সদস্য হাফিজুলের বাড়িতে পাচারের জন্য প্রস্তুত ছিল জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিন্টুর ক্যাডার নামে পরিচিত মিঠু মালিথা। খবর পেয়ে এলাকার জনসাধারণ বাড়িটা ঘিরে ফেলে এবং তাকে পুলিশে দেওয়ার জন্য খবর দেয়। কিন্তু আগেই খবর পেয়ে শীর্ষস্থানীয় সুবিধাভোগী নেতারা দ্রুত সেখানে ছুটে যায় এবং জনগণের কাছ থেকে মিঠু মালিথাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে পালাতে সাহায্য করে। এ ঘটনায় প্রশাসন কেন নীরব ভূমিকা পালন করছে তা রহস্যজনক।’

মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, ‘৫ আগস্টের পর মিঠু মালিথার সঙ্গে মহেশপুর শহরে কয়েকবার দেখা হয়েছে। শুনেছি তিনি এখানে তার খালাতো ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাকে ভারতে পালাতে আমি কোনো সহযোগিতা করিনি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘বোয়ালিয়া গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা অবস্থান করছিলেন এমন খবর স্থানীয়রা জানায়। পরে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে তাকে পাইনি।’

কোটচাঁদপুরে দুই যুবলীগ নেতা

আটক

কোটচাঁদপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টে যুব লীগের দুই নেতা পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

রবিবার দুপুরে তাদেরকে আটক করা হয়। পরে ওই দুজনকে কালিগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, রবিবার দুপুরে আব্দুল মালেক (৫৩) সাবদারপুর বাজার থেকে দয়ারামপুরে বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর রহমান তাকে আটক করেন। আব্দুল মালেক দয়ারামপুর গ্রামের মৃত তাহাজ্জেদ বিশ্বাসের ছেলে। তিনি দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ছিলেন।

অন্যদিকে বাবুল আহম্মেদ(৫০) কে আটক করেছেন স্থানীয় লক্ষিপুর বাজার থেকে। তিনি ওই গ্রামের শাখায়াত হোসেনের ছেলে। সে দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।

লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর রহমান বলেন, আটকৃতরা হলেন দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক। এদের মধ্যে আব্দুল মালেককে দয়ারামপুর বাজারের পাশ থেকে ও বাবুল আহম্মেদকে লক্ষিপুর বাজার থেকে আটক করা হয়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, তাদেরকে আটক করে কালীগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। কারণ এ থানায় ওই সংক্রান্ত কোন মামলা নাই।

ঝিনাইদহে শীর্ষ চরমপন্থি নেতা

হানিফসহ ৩ জনকে গুলি করে হত্যা

নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন পুর্ববাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির কথিত সামরিক কমান্ডার হানিফ তার দুই সঙ্গীসহ খুন হয়েছেন। শুক্রবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাতে প্রতিপক্ষ বন্দুকধারীরা তাদের হত্যা করে।

খবর পেয়ে পুলিশ রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর শ্মশান ঘাট এলাকার একটি ক্যানালের পাশ থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করে। তিনজনের মাথায় গুলির চিহ্ন রয়েছে। পাশে দুইটি মটরসাইকেল ও নিহতদের ব্যবহৃত হেলমেট পড়ে ছিল।

নিহতদের মধ্যে দুই জনের পরিচয় মিলেছে। এরা হলেন হরিণাকুন্ডু উপজেলার আহাদনগর গ্রামের রাহাজ উদ্দীনের ছেলে শাতাধীক হত্যা মামলার আসামী হানেফ আলী (৫২) ও তার শ্যালক শ্রীরামপুর গ্রামের উম্মাদ আলীর ছেলে লিটন (৩৫)। বাকী একজনের পরিচয় মেলেনি।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ২০০৩ সালের ৫ ডিসেম্বর একই স্থানে ৫জনকে হত্যা করা হয়। নিহত হানিফ মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামি ছিলেন। হরিণাকুন্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুর রহমান হত্যা মামলায় তার ফাঁসি আদেশ হয়। উচ্চ আদালতেও ফাঁসির রায় বহাল থাকলে হাসিনা সরকারের সময় প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদের বিশেষ ক্ষমা নিয়ে এলাকায় ফিরে আসেন হানিফ।

এদিকে হত্যার দায় স্বীকার করে জাসদ গণবাহিনীর জনৈক কালু পরিচয় দিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে ম্যাসেজ পাঠানো হয়। হোয়াটসআপ বার্তায় দাবি করা হয় “এতদ্বারা ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনাবাসীর উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী কুখ্যাত ডাকাত বাহিনীর শীর্ষ নেতা অসংখ্য খুন, গুম, দখলদারি, ডাকাতি, ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হরিনাকুন্ডু নিবাসী মো. হানিফ তার দুই সহযোগীসহ জাসদ গণবাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত হয়েছেন। তাদের লাশ রামচন্দ্রপুর ও পিয়ারপুর ক্যানালের পাশে রাখা আছে। অত্র অঞ্চলের হানিফের সহযোগীদের শুধরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো অন্যথায় আপনাদের একই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। কালু জাসদ গণবাহিনী।

এদিকে দীর্ঘদিন পর চরমপন্থিদের গুলির লড়াই ও গনমাধ্যমকর্মীদের কাছে তার দায় স্বীকার করে বিবৃতি প্রদান জনমনে

আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

মহেশপুরে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে জামায়াত নেতা আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ১০ বছরের এক কন্যা শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মসলেম উদ্দিনকে গ্রামবাসী আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার কুসুমপুর স্বরুপপুর কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত মসলেম উদ্দিন ওই গ্রামের মৃত ইলাহি বক্সের ছেলে। তিনি স্বরুপপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানায়, মসলেম উদ্দিনের একটি মুদি দোকান রয়েছে। তিনি ওই শিশুর কাছে অল্পকিছু টাকা পেতেন। সেই টাকা চাওয়ার কথা বলে মাদরাসার একটি কক্ষে ওই শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরে আশপাশের এলাকার লোক ওই কক্ষে গিয়ে তাদের বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পায়।। পরে মসলেম উদ্দিনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

স্বরুপপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জুলফিকার আলী বিশ্বাস বলেন, ‘ওই এলাকার লোকজন মসলেমকে আটক করে। আমি ঘটনাটি জানার পর মহেশপুর থানার ওসিকে জানায়। পরে পুলিশ এসে মসলেমকে নিয়ে যায়।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘ওই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মসলেম উদ্দিন নামের এক জামায়াত নেতাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ভুক্তভোগির পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’